রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২০, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ নভেম্বর, ২০১৩/০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ নভেম্বর, ২০১৩ (০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৬০ নং আইন

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (টট) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(টট) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত—

(অ) যে কোন প্রকৃতির দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি; বা

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;"।

৩। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এ নূতন ধারা ২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২ক। আইনের প্রাধান্য।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।"।

৪। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।"।

৫। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "নিয়োগের তারিখ হইতে চার বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "যোগদানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "নিয়োগ ও চাকুরী" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিয়োগ, আচরণ বিধি (Code of Conduct), শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিসহ চাকুরীর" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৪ সনের ৫নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত—

(অ) "সাক্ষীর সমন" শব্দগুলির পরিবর্তে "সাক্ষীর প্রতি নোটিশ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "শপথের মাধ্যমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "শপথের মাধ্যমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত "পরোয়ানা" শব্দের পরিবর্তে "নোটিশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এ নূতন ধারা ২০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**২০ক। তদন্তের সময়সীমা।**—(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২০ এর অধীন ক্ষমতা প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১২০ (একশত বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে এই আইন ও তফসিলে উল্লিখিত কোন অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে কমিশন আরও অনধিক ৬০ (ষাট) কর্মদিবস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) বা, ক্ষেত্রমত, (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে,—

(ক) উক্ত তদন্ত কার্য ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নূতনভাবে অন্য কোন কর্মকর্তাকে, ধারা ২০ এর বিধান অনুসারে, ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগে, ক্ষেত্রমত, কমিশন, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার জন্য প্রযোজ্য আইন বা বিধি-বিধান অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৯। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৩ এর—

(ক) উপান্তটীকাসহ উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা ও উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৩। অভিযোগের তদন্ত।**—(১) কমিশন দুর্নীতি বিষয়ক কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত চলাকালে, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সরকার বা সরকারের অধীনস্থ কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা হইতে যে কোন প্রতিবেদন বা তথ্য চাহিতে পারিবে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী (Expert) এক বা একাধিক কর্মকর্তার বিশেষজ্ঞ সহায়তা চাহিতে পারিবে এবং যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাহিত প্রতিবেদন বা তথ্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কমিশন স্বীয় উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

(খ) উপ-ধারা (২) এরপর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান না করিলে বা স্বীয় উদ্যোগে বা বিবেচনায় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে, কমিশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

১০। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত æsection 6 এর sub-section (5) এবং sub-section (6) এর বিধান ব্যতীত অন্যান্য" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১১। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এ নূতন ধারা ২৮ক, ২৮খ ও ২৮গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ তিনটি নূতন ধারা যথাক্রমে ২৮ক, ২৮খ ও ২৮গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৮ক। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) এবং অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে।

২৮খ। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখা।—(১) এই আইনের অধীন ও উহার তফসিলে বর্ণিত কোন অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য (information) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না, বা কোন সাক্ষীকে অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় প্রকাশ করিতে দেওয়া বা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না, বা এমন কোন তথ্য উপস্থাপন বা প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে না যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় প্রকাশিত হয় বা হইতে পারে।

(২) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোন বহি, দলিল বা কাগজপত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে আদালত কোন ব্যক্তিকে উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে সেই অংশ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও উহার তফসিলে বর্ণিত কোন অপরাধের অভিযোগ পূর্ণ তদন্তের পর আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রদানকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করিয়াছেন অথবা তথ্য প্রদানকারীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে আদালত তথ্য প্রদানকারীর পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিবে।

২৮গ। মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড।—(১) মিথ্যা জানিয়া বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হইয়া কোন ব্যক্তি ভিত্তিহীন কোন তথ্য, যে তথ্যের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন তদন্ত বা বিচার কার্য পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রদান করিলে তিনি মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তিনি এই ধারার অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) তথ্য প্রদানকারী কমিশনের বা সরকারি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী হইলে এবং তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তাহার বিরুদ্ধে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দণ্ড প্রদান করা হইবে।"

১২। **২০০৪ সনের ৫ নং আইন এর ধারা ৩২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৩২। **মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অনুমোদন, ইত্যাদি।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কমিশনের অনুমোদন (Sanction) ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে (Cognizance) গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কমিশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সরকার ও কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনপত্রের কপি মামলা দায়েরের সময় আদালতে দাখিল করিতে হইবে।"।

১৩। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এ নূতন ধারা ৩২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ একটি নূত—ন ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৩২ক। **মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯৭ এর প্রয়োগ।**—ধারা ৩২ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯৭ এর বিধান আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।"।

১৪। **২০০৪ সনের ৫নং আইন এর ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৫) দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অথবা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত যে কোন কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে কোন আদালতে কেহ কোন প্রতিকার প্রার্থনা করিলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত কোন মামলায় বা কার্যক্রমে কোন ব্যক্তি জামিন কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রতিকার প্রার্থনা করিলে কমিশনকে শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান না করিয়া শুনানি গ্রহণ করা যাইবে না।"।

১৫। ২০০৪ সনের ৫নং আইন এর তফসিল প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তফসিল

[ধারা ২(ঘ) দ্রষ্টব্য]

(ক) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ;

(খ) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর sections 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 217, 218, 408, 409, 420, 462A, 462B, 466, 467, 468, 469, 471 এবং 477A এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;

(গ) Prevention of Corruption Act, 1947 (Act No. II of 1947) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;

(ঘ) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ; এবং

(ঙ) ক্রমিক নং (ক) হইতে (ঘ) তে বর্ণিত অপরাধসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 109 এ বর্ণিত সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা, section 120B তে বর্ণিত ষড়যন্ত্র এবং section 511 এ বর্ণিত প্রচেষ্টার অপরাধসমূহ।"।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd